এমডিজি অর্জনে মিডিয়ার ভূমিকা

আলফা আরজু

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডারসমতা আনয়ন, মানবস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতার উন্নয়ন এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, যেকোনো উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণে সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং নিরক্ষরতা। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মিডিয়া, বিশেষত, গণমাধ্যমের কাজ করার অনেক বড়ো সুযোগ রয়েছে।

ইতোমধ্যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এমডিজি অর্জনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ এমডিজির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন না। মিডিয়া জনগণের এই অংশের মধ্যে এমডিজি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে পারে, তা সে মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন যে ধরনের মাধ্যমই হোক। এমনকি গণমানুষের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, লোকসংগীত ও পথনাটকও এমডিজির তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ও তা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রকমারি খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অন্যান্য রচনা এবং টিভি চ্যানেলের বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সমাজে কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব আনয়ন সম্ভব, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এগিয়ে থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু, গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির সরবরাহ ও নিরাপদ টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি।

এমডিজি বিষয়ে মধ্যমেয়াদি সামগ্রিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, ম্যালেরিয়া ও ধনুষ্টংকারের বিস্তার ও এর প্রভাব রোধ, পুনর্বনায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং অকৃষিখাতে মজুরিভিত্তিক পেশায় নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের পথে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মাতৃমৃত্যু। এছাড়া সংরক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে বিশেষত জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও বাংলাদেশ ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ এখনো লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশ দূরে আছে, যদিও ১৫ বছরের মধ্যে দশ বছর ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। আর এটি বিশেষজ্ঞদের মতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের উচিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নতুন কোনো লক্ষ্য স্থাপন না-করে বিদ্যমান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কাজ করে যাওয়া।

ইউএনএমসির উপপরিচালক জনাব মিনার পিম্পল ডাকা রিপোটার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত '২০১৫-এর মধ্যে এমডিজি অর্জন প্রসঙ্গে' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, প্রতি এক লক্ষ সন্তান জন্মদানের সময় ৩৫১ জন মায়ের মৃত্যু হয়, যে হার এখনো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন যে, লক্ষ্য অর্জনের বছর ২০১৫ আসতে আরো পাঁচ বছর বাকি, নেতাদের উচিত এমডিজির অগ্রগতি ও ঘাটতি পর্যালোচনা করা এবং সত্যিকারের কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়া। পিম্পল বলেন যে, বিশ্বনেতারা ২০-২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এমডিজি বিষয়ে জাতিসংঘ বৈঠকে বসবেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা সভার আগমুহূর্তে। বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশের চেয়ে ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে।

একটি মিডিয়া প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশটির এমডিজি অর্জনে ঝিনাইদহ সবচেয়ে ওপরে অবস্থান করছে। ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'মাল্টিপুল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে' নামক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বান্দরবান সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। এই গবেষণার প্রতিবেদন গত ২৫ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এমডিজি সম্পাদন সূচক অনুযায়ী ঝিনাইদহের স্কোর ৬.৬, যেখানে বান্দরবানের স্কোর ১৮.৬ এবং ক্রমানুসারে ৬৪তম, যেখানে সূচক ছিল শিক্ষা, শিশুস্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস, নিরাপদ পানি পান করার সুযোগ এবং উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। এমডিজি সম্পাদন ক্রমের সূচক হচ্ছে প্রতিটি সূচক অর্জনের সমষ্টি। এছাড়াও অন্যান্য কার্য সম্পাদন তালিকায় এগিয়ে আছে মেহেরপুর, মুন্সিগঞ্জ, পঞ্চগড় এবং নারায়ণগঞ্জ।

পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলো হচ্ছে খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি ও কক্সবাজার জেলা। গবেষকদের মতে, এমডিজি অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়নের এই বিরাট পার্থক্য বিভিন্ন শহরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য প্রমাণ করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, ভৌগোলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে সমভাবে এমডিজি অর্জনের জন্য কাজ করা উচিত।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি শেরপুর জেলায়, যেখানে প্রতি হাজারে ১০২টি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে পাবনার অবস্থান সবচেয়ে ভালো, যা প্রতি হাজারে ৪৩। এ সূচকে জাতীয় মৃত্যুর গড় প্রতি হাজারে ৬৩। জন্মদানের সময় দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সূচকে মেহেরপুর সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এ দুই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাজে অবস্থানে আছে বান্দরবান জেলা।

ইউনিসেফ প্রতিনিধি ক্যারল ডি রয় বলেন, 'এটা চিহ্নিত করে যে জেলাগুলোর মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। ভৌগোলিক বৈষম্য নিরসনের বিষয়টি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমভাবে এমডিজি অর্জন বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।'

এমআইসিএসের গবেষণায় দেখা গেছে, যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির প্রকৃত হারের কোনো উন্নতি হয় নি, তবু প্রাথমিক বিদ্যালয়ভুক্ত শিশুদের সংখ্যা ২০০৬ সালের ৬৩.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৯-এ ৮০ শতাংশে দাঁড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ সমতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে তা এখনো অনার্জিত রয়ে গেছে। এছাড়া পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের জন্মনিবন্ধনের হারও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমআইসিএসের গবেষণায় দেখা গেছে যে, যদিও পানির উন্নত উৎস ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু মাত্র ১২.৬ শতাংশ জনগণ এখনো আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি পান করছে।

এমডিজি অর্জন এবং লক্ষ্যসংক্রান্ত এ সকল তথ্য বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিবেদন, বিশ্লেষণী প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজেই সরকারি, বেসরকারি সংগঠন এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের এমডিজি অর্জনে একসাথে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

আলফা আরজু রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার, ঢাকা। alpha.arzu@gmail.com